হুমকির মুখে জীববৈচিত্র্য দেশজ অসংখ্য জাতের বৃক্ষ বিলুপ্ত

বিরান হচ্ছে সবুজ বেষ্টনী উপকূলে দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়ছে

শফিউল আলম

বন্দরনগরী ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দেশের সমগ্র উপকূল, চর ও দ্বীপ অঞ্চলের সবুজ বেষ্টনী বিরান হতে চলেছে। জলবায়ু ও পরিবেশ-প্রতিবেশের বিপর্যয়সহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে হুমকির মুখে পড়েছে মূল্যবান উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য। অনেক প্রজাতির গাছপালা ও প্রাণিজগৎ বিলুপ্তির মুখোমুখি অর্থাৎ বিরল প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে বন বিভাগের করিৎকর্মা ব্যক্তিদের অতিউৎসাহে ভিনদেশি গাছ প্রীতি বেড়েই চলেছে। এসব গাছ মাটির উর্বরতা, ভূগর্ভের পানির স্তর নিঃশেষ করে নিচ্ছে। তদুপরি দেশজ গাছপালা যতটা লবণাক্ততা সহনশীল, বিদেশি জাতের গাছপালার এক্ষেত্রে সহ্যক্ষমতা খুবই কম কিংবা শূন্যের কোটায়। বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগীও নয়। এমনি অবস্থার কারণে ১৬টি সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলার প্রায় সাড়ে ৪ কোটি উপকূলবাসী প্রতিনিয়ত দুর্যোগ-দুর্বিপাক মাথায় নিয়েই জীবনজাপন করছে। বাংলাদেশের ৭১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র তটরেখার উভয় পাশে উপকূলের রক্ষাকবচ সবুজ বেষ্টনী এ মুহূর্তে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন রয়েছে। পরিবেশ-প্রকৃতিকে টেকসই রাখা এবং এর ভারসাম্যের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্যই রয়েছে উপকূলের বন-জঙ্গল। যা প্রাকৃতিক বর্মের মতোই আগলে রেখেছে, ধারণ করে আছে দেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলভাগকে।

এদিকে ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলার ধ্বংসলীলা অনেকাংশে ঠেকিয়ে দিয়েছে সুন্দরবনসহ উপকূলের বনভূমি। অথচ অবশিষ্ট বন-জঙ্গলকে নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বনের রক্ষকরা অবতীর্ণ হয়েছে ভক্ষকের ভূমিকায়। প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতার রেসে থাকা খুলনাঞ্চলের সুন্দরবন আজও কোনমতে মাথা উঁচু করে বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও টিকে আছে। কিন্তু কক্সবাজারের চকরিয়ায় আরেক সুন্দরবন প্রায় দুই যুগ আগে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর কারণ মানুষের অপরিণামদর্শী ধ্বংসের হাত এবং প্রকৃতির বিরূপ আচরণ।

এছাড়া বৈরী আবহাওয়া-জলবায়ু এবং মানুষের হাতে প্রতিনিয়তই ধ্বংসলীলার কারণে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে সমগ্র উপকূলের বন্য জীবজন্তু পাখ-পাখালির নিরাপদ চারণভূমি, বিরল ও মূল্যবান উদ্ভিদরাজ্য, জীববৈচিত্র্য। সাড়ে ৪ কোটি উপকূলবাসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজেদের সুরক্ষা, তাদের জীবন-ধারণ, জীবিকা, জনবসতির ওপর ঝুঁকির মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রাকৃতিক বর্মস্বরূপ বৃক্ষরাজির ঢাল যতো বেশিই বিপন্ন হচ্ছে, ততই উপকূলীয় ভূমির গঠন দুর্বল হয়ে পড়ছে। আকার-আয়তনও হ্রাস পাচ্ছে। বিনষ্ট হচ্ছে মাটির গুণাগুণ। অরক্ষিত হয়ে পড়েছে সমগ্র উপকূলভাগ, প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল, নতুন ও পুরনো চরভূমি।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের উখিয়া, টেকনাফ কিংবা মিরসরাই, আনোয়ারা, সন্দ্বীপ, সীতাকুণ্ডের সমুদ্র সৈকতে ঝাউগাছ, কেওড়া গাছ কেটে সাবাড় করে ফেলার মাঝেই শুধু উপকূলের বন নিধনের অপতৎপরতা এখন সীমিত নেই। বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে চর দ্বীপাঞ্চলজুড়ে দেশের ৭১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ তটরেখা বরাবর বন-জঙ্গলে গাছপালা কেটে ফেলে উপকূল ক্রমেই বৃক্ষশূন্য করা হচ্ছে। যেন দেখারও কেউ নেই। উপকূলীয় বন-জঙ্গল নিধনের মতো ভয়াবহ এই ধ্বংসলীলা চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ।

অতিলোভী কাঠ ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী ও ভূমিদস্যুদের সংঘবদ্ধ চক্র গাছপালা অবাধে নিধন করেই চলেছে। এদের সাথে সরাসরি যোগসাজশ রয়েছে কোটিপতি ‘বনের রাজা’ ওসমান গনির মতো আরও বন বিভাগের বেপরোয়া দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুরনো সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজ চক্র এতটাই বেপরোয়া যে, উপকূলীয় বন বিভাগটি কার্যত পরিণত হয়েছে হরিলুটের স্থায়ী এক আখড়ায়। বন কর্তৃপক্ষের কঠোর তদারকির অভাবে অনিয়মই সেখানে নিয়মে পরিণত হয়েছে। দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোন বালাই নেই। উপকূলের বনায়ন আর পরিচর্যার নামে নয়-ছয় গোঁজামিল করে কোটি কোটি টাকা পকেটে পুরছে দুর্নীতিবাজ বনখেকো চক্র। উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষা করার বদলে

ভক্ষকের ভূমিকায় পালন করেও অসৎ চক্রটির কারো বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

উপকূল অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কিনারভাগে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ছাড়াও উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত পাহাড় টিলায় বা উঁচুনিচু ভূমিতে বন-জঙ্গলে গাছপালার সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। গত প্রায় এক দশকে ১৫-২০ প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিরল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বন বিশেষজ্ঞ সূত্র মতে, এসব গাছপালা কমে যাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রজাতির পাখ-পাখালি, জীবজন্তু, হরেক জীববৈচিত্র্যের বিচরণ, বসতি ও বংশবৃদ্ধির হারও কমে যাচ্ছে। এ কারণে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। এককালে এমনকি দু-এক দশক আগেও দেখা যেতো বিভিন্ন পাখির গাছের বিচরণ করে ফলমূল খেতে গিয়ে গাছের উপর থেকে যে বিষ্ঠা ছড়িয়ে দিয়েছে তাতেই বট, অশ্বথ, আম-জামসহ বহু জাতের গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। মানুষের হাতের ছোঁয়া বা কোন যত্ন ছাড়াই গাছগুলো বড় হয়ে ঘন বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত হয়েছে ছোট ছোট পাহাড়, উপকূল। কিন্তু ইদানীং পাখির বিচরণযোগ্য বৃক্ষরাজি কমে আসার সাথেই এ ভাবে বৃক্ষ বাড়ছে না।

কালক্রমে হরেক জাতের গাছপালা বাংলাদেশের উপকূল সংলগ্ন পাহাড় টিলা ও উঁচুনিচু উপত্যকাময় উর্বর পললভূমি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু কেওড়া, ঝাউবীথি নয়- উপকূলে বা এর কাছাকাছি এলাকাগুলোতে যেসব গাছপালা এখন প্রায় বিলুপ্তির মুখে এর মধ্যে রয়েছে, বাবলা, হরতন, বট, অশ্বথ, মান্দার, তেলসুর, চাপালিশ, গামার, মেহগনি, বহেরা, নিম, তেঁতুল, জাম, ঢাকিজাম, শিমূল, শিশু, কাও, ডালিম, বাইন, হারতকি, গাব প্রভৃতি। গাছাপালা কমে গিয়ে মানুষের বন্ধু পাখি, পোকা ও জীবজন্তু তাদের বংশ বিস্তারের পরিবেশ হারিয়ে ফেলছে। এ দেশে চেনাজানা বৃক্ষরাজির জায়গা দখল করছে বিদেশি ইউক্যালিপটাস ধরনের বেশ কিছু জাতের গাছ।

দেশীয় গাছপালার তুলনায় বিদেশি গাছগুলো বলতে গেলে মূল্যহীন। কেননা প্রায় পত্র-পল্লবহীন সেসব গাছে পাখি বসতে পারে না, ফলমূল পাওয়া যায় না, গাছ ছায়া দেয় না, মাটির গুণাগুণ তথা উর্বরতা কেড়ে নেয়, একটু জোরে বাতাস বইলেই ঢলে পড়ে এমনকি কাঠের আর্থিক মূল্যও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বন বিভাগের কতিপয় করিৎকর্মা কর্মকর্তার অতিউৎসাহের ফলেই ক্ষতিকর সব বিদেশি গাছ রোপণের কালচার তৈরি হয়। এসব পরদেশি গাছপালা দেশীয় অর্থকরি গাছপালার ওপর মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

xxxxxxxx